জনৈক কাপুষের স্বীকারোক্তি

পার্থপ্রতিম কুন্ডু

সৈকত আমার বন্ধু। তাই তাকে রক্ষা করতে গিয়েছিলাম কিন্তু পারিনি। অতোগুলো উন্মত্ত পশুর হাত থেকে রক্ষা কর া আমার সাধ্য ছিলনা। সে খুন হল।

দশ বছর আগের এই স্মৃতি আজও আমাকে বিপন্ন করে, কষ্ট দেয়। কুঁকড়ে থাকি যন্ত্রণা নিয়ে, মনের যন্ত্রণা, বোধের যন্ত্রণা, ব্যর্থতার যন্ত্রণার হাত থেকে আমার মুক্তি নেই। যতদিন বেঁচে থাকবো, এই যন্ত্রণার দায়, এই যন্ত্রণার পাপ, লজ্জা নিয়ে বেঁচে থাকবো।

আমার দুই কন্যা। এই পাপ, এই লজ্জা তো তারাও দেহে বহন করছে। সৈকতের মৃত্যুর সময় তারা কেউ ছিল না। মৃত্যুর পর তারা পৃথিবীতে এসেছে। এই কলুষ পৃথিবীতে তাদের জন্ম। তাদের জন্ম এই ছিন্নমস্তা সময়ের গর্ভে।

সৈকত আমার বন্ধু। সুপর্ণা আমার প্রেমিকা, আমার স্ত্রী। তাকেও এই লজ্জার অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য করিয়েছি। সে দুই সন্তানের জন্ম দিয়েছে এই লজ্জা নিয়ে।

সৈকতের মৃত্যুর এক বছর পর আমাদের বিয়ে। আমি তখন মানসিক অবসাদে ভুগছি। ব্যর্থতার অবসাদ, সৈকতকে রক্ষা না করতে পারার অবসাদ। এই অবসাদ আমাকে অহরহ কষ্ট দিচ্ছিল। আমাকে একা করে দিয়েছিল।

আমি সাধারণ পরিবারের সন্তান, দারিদ্রে জীবন-যাপন ক্লিশে হতে হতে যখন উত্তরণের পথ পেয়েছি, তখন নাটকে আসা। সৈকত তখন নামকরা দলের পরিচালক। আমি নেহাতই তখন দলের অতি সাধারণ অভিনেতা। সৈকত জীবন চিনতো। ন াটকের বিষয়ও ভাবতো গণচেতনার নিরিখে। আমারও চোখ খুলে গেল। গোটা পৃথিবীকে এই নতুন 'চোখ' দিয়ে দেখতে শিখলাম। সৈকত শেখালো।

সৈকত ব্রিলিয়ান্ট। আরবি, উর্দুতে সমান দখল। ইসলামিক হিস্ট্রি নিয়ে এম.এ. পাশ করেছে। মনে আছে তার নাটকের দলে এসে প্রথমেই করলাম রবীন্দ্র ১২৫সে মালিনী। সৈকত ক্ষেমঙ্কর। আমি সুপ্রিয়। মালিনী আগেও পড়েছি, সৈকতের মত করে পড়তে পারিনি। সৈকত মালিনীর সারবত্তা আমাকে বোঝাল। ধর্মের উন্মাদনায় উষ্ণ পৃথ্বীর একমাত্র জবাব নাকি মালিনী।

সৈকত আধুনিক মানুষ নাট্য প্রেমী। বয়সে অগ্রজ, মেধা ও চিন্তনে অগ্রণী। সৈকত তাই নাটক করতে চায় নতুন কনটেক্সট্-এ। আমাদের নাটকের বন্ধু দেবাশিস, মগরাহাটে এক সম্প্রদায়ের হাতে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ খুন হতে দেখে, এতোট াই উত্তপ্ত ছিল যে সে একটা কিছু করবেই। তখন রিহার্সালে সৈকত আসেনি। আমরা দেবাশিসের বর্ণনা শুনছি আর ঘৃণা

করতে শিখছি নিজেদের। হঠাৎ সৈকত এল ঝড়ের মত। সে ঝড়ে এবার লন্ডভন্ডহয়ে গেলাম আমরা। এসেই বলল, আম ার চাচাতো ভাই অন্যসম্প্রদায়ের একজনকে খুন করে বীরদর্পে যেভাবে হুঙ্কার ছাড়ছে, তাতে আর আমি স্থির থাকতে প ারছি না। কাপুষ ভাই, আমাকে, আমার সম্প্রদায়কে এই খুন করে যেভাবে লজ্জার মুখে ঠেলে দিচ্ছে, তার প্রতিশোধ অ ামাদের নিতে হবেই।'

সৈকত এখন নতুন নাটক লেখা শু করেছে। কিন্তু সৈকত শেষ পর্যন্ত পারে নি। সৈকতকে খুন হতে হয়েছে।

মনে পড়ছে, সৈকতের নাটক লেখার প্রস্তুতিপর্ব। প্রতিনিয়ত নিজের সঙ্গে যুদ্ধ। নিজের সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুদ্ধ। অন্য সম্প্রদ ায়ের ভাবনার সঙ্গে যুদ্ধ। প্রতিদিনই কয়েক পাতা লেখা পড়া হত। আর তাই নিয়ে চলতো আমাদের তর্ক।

সৈকত একদিন বললো, 'আমাদের এলাকার হাফিজ সাহেব একটা আস্তস্কাউন্ড্রেল। নয়তো ১৩ বছরের মেয়েকে নিকা করতে পারে? আমরা যে কবে এই হাফিজ সাহেবদের হাত থেকে মুক্তি পাবো জানিনা। 'হাফিজ সাহেব যদি স্কাউন্ড্রেল হয়, তবে আমাদের মিত্তির বাড়ির খোকা মিত্তির তো ডবল স্কাউন্ড্রেল। দুটো গাড়ি থাকা সত্ত্বেও তৃতীয় গাড়ি না দেওয়ার জন্য বউটাকে পুড়িয়ে মারল। তোদের হাফিজ তো তিন জনকেই বাঁচিয়ে রেখেছে' - হেসে হেসে নীলরতন উত্তর দিল। হাসতে হাসতে রাগ প্রকাশ করতে নীলরতনের মত আর কেউ পারতো না। ভ্রূ নাচিয়ে সৈকত বলল, তোদের তবু ফ্যামিলি প্ল্যা নিং আছে, আর আমাদের প্ল্যানিং-এর কনটিনিউএশন্ শুনবি? প্রত্যেকটা স্ত্রীর গর্ভে পৌনপোনিক বিন্দু লাগানো আছে।' দলের রামলগন সিং চুপচাপ বসেছিল। ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর কথায় সে নড়ে চড়ে বসলো। ফিক করে হেসে বললো, 'উসব ব্যাপারে হামাদের বিহার ইউপি সৈকত বাবুদের থেকে কমতি নেহি। কোন জিতেগা, কোন হারেগা, ও কোহি নেই বাতা সেকেগা। হামকো মালুম, ও ফটো ফিনিসসে নির্দ্ধারিত হোগা, হো হো করে হেসে উঠল গোটা দল।

সৈকত অসমসহসী, সৈকত আমাদের নেতা, ইসলামিক হিষ্ট্রির ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ব্রিলিয়ান্ট সৈকত শরিয়তী বিধান ব্যাখ্যা করে, নিজের সম্প্রদায়ের অনুন্নয়নকে যেমন নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করতে পিছপা হয় না সৈকত, ঠিক তেমনি সংস্কৃত জানা ভট্টাচ ার্য্য বাড়ির একমাত্র সন্তান নীলরতনও কম যায় না বেদ উপনিষদের ব্যাখায় রামের জন্মস্থল নিয়ে এক বিতর্ক সভায় সকলের মুখের সামনে সে বলেছিল, কৌশল্যার গর্ভযন্ত্রণার সময় অশোক সিংহল বা আদবানীর কেউ একজন নিশ্চয় হা জির ছিলেন, নয়তো অতো ঠিকঠাক রামের জন্মস্থান এত বছর পর চিহ্নিতকরণ তাদের পক্ষে সম্ভব হতোনা। ইতিহাস চেতনা থেকে ইসলামের সাম্রাজ্য বিজয়, সাম্রাজ্য বিজয় থেকে ধর্মবিষয়ের যে দান ব্যাখ্যা সেদিন শুনিয়েছিল, তা আজও অনেক ভুলতে পারেনি।

সৈকত জানে, তাদের সম্প্রদায় একটু বেশী পক্ষপাতিত্ব পায় বুদ্ধিজীবিদের কাছে, সংখ্যালঘু বলে। তাদের তুলনায় সংখ্য াগুরা একটু বেশি নিন্দিত হয়, এতো সংখ্যাগু বুদ্ধিজীবিদের চেতনার দিক। এতো কোনো দয়া প্রদর্শন নয়, ঋিমানবিকতার প্রকাশ। তার বিপরীতে হয়তো সৈকত একটু বেশি সরব হচ্ছে তাদের ভুলগুলো নিয়ে। হয়তো ভুলগুলো তুলে ধরতে চ াইছে আলোচনাকে ব্যালেন্স করার জন্য। কারণ সৈকতের দায় আছে। মুসলিম চেতনার দায়, মানব চেতনার দায়, এই দ ায় তাকে মরতে বাধ্য করেছে।

সৈকত বলতো, 'আমরা কণা চাই না। আমাদের ব্যবহার করছে একাধারে মৌলবী, অন্যধারে রাজনৈতিক নেতারা। যখন শুনি বামপন্থীরা সংখ্যালঘু তোষণ করছে, আমর লজ্জা হয় সমীর। আমি লজ্জা পাই, যখন দেখি ভোটের সময় আমাদের এলাকায় বেছে বেছে মুসলিম বক্তা পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু ভারতবর্ষের অর্থনীতি সমাজনীতি রাজনীতি তো হিন্দু মুসলমান নিরপেক্ষ এক শোষিত মানুষের কথা। এখানে কোনো মুসলিম বক্তা তো ভিন্ন কথা বলে না, কারণ রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে বলতে পারে না। তবু কেন এমন হয়? মৌলবীর দোরগোড়ায় কেন ভোটের সময় ধর্না দেয় রাজনৈতিক নেতারা?

মৌলবীরাও বা কেন ফতোয়া দেয় কিসের নিরিখে? আমাকে বলতে পারিস?'

টানটান উত্তেজনায় কথাগুলো যখন টানা বলে যায় সৈকত, তখন মনে হয়, হয়তো ওই পারবে আজকের বিপন্ন সময়টাকে বদলাতে।

রাণা, বাংলাদেশ থেকে সদ্য আসা আমাদের নাটকের দলের কর্মী, বলে, 'আমাদের বাংলাদেশেও একই চিত্র দেখা যায় সৈকত দা। একটা বিশেষ দলকে বলা হয় হিন্দুদের দালাল।' 'একই ঘূর্ণাবর্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, যার আদি নেই অন্ত নেই। আছে শুধু মধ্যভাগ। স্ফীত উদরের মত বুকভরা হৃৎপিন্ডের ওঠানামার শব্দে জেগে আছে।' - একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে সৈকত। নীলরতন বলে, 'ভেবে লাভ নেই। তোমার লজ্জা আমাদের লজ্জা থেকে কোনো অংশে কম নয়।' রামলগন সিং বলে, হাম ভি হিন্দু হ্যায়, আউর হামকো মহল্লা মে যো ঠাকুর, উভি হিন্দু হ্যায়, লেকিন হামকো ছায়া ভি কভিপর নেই ছুঁতা হ্যায়। লেকিন.....।' রামলগন এক চোখে জল, আর বলতে পারে না লেকিন কি?

সৈকত বলে 'লেকিন হামকো বহিনকো ইজ্জত লেনেকা টাইম উঙ ঠাকুর কা বেটা দুধনাথ কো জাত নেহি গিয়া! এই হ্যায় হুনুমানজীকা বিচার।

গোটা ঘর জুড়ে নিস্তব্ধতা নেমে আসে। কেউ কোনো কথা বলতে পারে না, অঞ্জন একমনে সিগারেটের ধোঁয়ার রিং ছেড়ে যায়। ধোঁয়ার রিং ক্রমশ বড় হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই আর একটা ছোট রিং ক্রমশ বড় হয়। আবার মিলিয়ে যাওয়ার আগে আর একটা ছোট রিং। এই ভাবে কিছুক্ষণ শূন্যে রিং-এর বহতার মাঝে নিস্তব্ধতা ভাঙে নীলরতন। চেঁচিয়ে বলে, 'আমাদের নিজেদের ধর্মে যেখানে এতো গলদ, অন্যের ধর্মবিচারে যখন কেউ উৎসাহ দেখায়, আমার মাথার চাঁদি গরম হয়ে যায়।' সৈকত বলে, 'আর গরম হয়ে কাজ নেই, বরং গরম গরম চা খেয়ে রিহার্সাল শু করি।

সৈকতের নতুন নাটকের প্রস্তুতিপর্বে রিহার্সাল-এর চেয়ে আলোচনাই হচ্ছে বেশি। সকলেই উত্তেজিত হচ্ছে মনে মনে কিছু একটা করার তাগিদে। আট বাই বারো অন্ধকার ষাট টাকা ভাড়ার ঘরে জনা বিশেক তণ ব্রিলিয়ান্ট সৈকতের নেতৃত্বে আর কি-ই বা করতে পারে?

মনের কষ্ট ক্রমশ ভুলতে চেষ্টা করছি, কিন্তু ভুলতে পারছি কই? সব সময় মনে হচ্ছে, আমি কাপুষ। আমি পারিনি সৈকতকে বাঁচাতে। নীলরতন থাকলে হয়তো পারতো। সেদিন উন্মত্ত পশুর দলে যারা যারা ছিল, সকলেই নীলরতনের বাবার ভক্ত। ভট্টাচার্য্যি মশাই বলতে তারা অজ্ঞান। জাগ্রত হিন্দুদের প্রতীক ভট্টাচার্য্য মশাই। জ্বলন্ত চ্যালারা তার সঙ্গী। আমি কেষ্টকে চিনি। পচাকেও। হাতকাটা হা থেকে খুরে পঞ্চানন সকলেই নামজাদা। বিপন্ন হিন্দুদের রক্ষার্থে ভট্টাচার্য্য মশাই-এর সঙ্গে কাজ করছে বর্তমানে। তাঁর অর্থের অভাব নেই। নীলরতন তার একমাত্র অকাল কুষ্মান্ড পুত্র। তবু নীলরতন যদি সৈকতের সামনে গিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে বলতো, আমাকে না মেরে একে মারতে পারবিনা, ওরা কি পারতো নীলরতনকে মারতে? হয়তো সৈকত সে যাত্রায় বেঁচে যেত, কিন্তু ঐ বাঁচা নিয়ে সৈকত কি পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারতো?

না, আমি পারিনি সৈকতকে বাঁচিয়ে রাখতে। অথচ সৈকতের বেঁচে থাকাটা জরী ছিল। সৈকতের বদলে আমিও মরতে পারতাম কিম্বা দুজনে একইসঙ্গে। দুটোর কোনোটাই আমি পারিনি। অথচ সৈকতের বেঁচে থাকাটা যে জরী ছিল একথা বুঝতে শিখেছি। এই বোধের অনন্ত দায় থেকে আমি মুক্তি চাই না। আমি মৌন থাকতে চাই, আমি দরিদ্র পিতার একমাত্র অবলম্বন। নীলরতনের মত আমি প্রতিবাদ করতে পারি না। আমার চরিত্রের এই জড়তা নীচুতা অন্যেরা কি চোখে দেখেছে আমি জানি না। সৈকতের খুনের মুহূর্ত আজও মনে পড়ে। চোখ বুজে সেই কালো মুহূর্তগুলো নিজের মত করে দেখি।

কখনও আমি নিজেকে সৈকতের জায়গায় রাখি। আবার কখনও উন্মত্ত দলের মধ্যে পচা বা কেষ্ট হয়ে যাই। কখনও হাতক াটা হা হয়ে উল্লাস করি, কখনও খুরে পঞ্চানন। মনে হয় তখন আমার চেতনা ছিল না। আজও আছে কি নেই টের পাইনা সৈকতের মৃত্যুতে সংকোচবোধ করি। সৈকতের মৃত্যুর আগে যে অধিকার ও মর্যাদায় সৈকতের বন্ধু ছিলাম আজ সেভাবে থাকতে পারি না। যেদিকে তাকাই কুড়ি জোড়া চোখ আমাকে গ্রাস করতে আসে। সে চোখ পচা বা কেষ্টর নয়। সে চোখ আমার পরিচিত পরিজনের।

ভুলে থাকার প্রয়াস খুঁজি। আমার বৃদ্ধ পিতা আমার এই অবস্থা দেখে বিষণ্ণ হন। আমার নাট্যদলের বন্ধুরা এসে সান্ত্বনা দেয়। অথচ ওরা এলেই আমি আরো লজ্জায় কুঁকড়ে থাকি। কোনো কথা বলতে পারি না। মনের ভেতরে একটা না পারা যন্ত্রণা সরীসৃপের মত ফণা তুলে ছোবল মারতে আসে। মনে হয়, আমার নাটকের দলের নীলরতন অঞ্জন বা সমীরের চে াখে আমার কাপুষতা ধরা পড়ে যাচ্ছে। আমি ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছি। আমি নিজের আচরণে ক্লান্ত বিক্ষত হয়ে চোরের মত চে াখ দুটোকে আড়াল করতে চেয়েছি। আমি স্বার্থপর। আমার হৃদয় নেই। এই প্রতিবাদহীন অক্ষম দেহ বহন করে আমি নিজেকে ঘৃণা করতে শিখেছি। আমার ঘৃণার ফলায় নিজেকে বিদ্ধ করে আমার এই অনর্থক দিন যাপনের মধ্যে আমার বিব াহ।

আমি পুষ। আমার পৌষ শুধু ভয় আর নিস্ক্রিয়তায় ভরা। তাই দীর্ঘ দশ বছর পর যখন সৈকতের ছেলে জিয়াদ আমার মেয়ের বন্ধু হিসেবে আমার বাড়ি এল, আমি পালিয়ে গিয়েছি। মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস আমার হয়নি।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com